স্বাস্থ্যওপরিবারকল্যাণমন্ত্রক

আগামীকাল ৩৪ কোটি শিশুকে ক্রিমিমুক্ত করার প্রয়াসে সামিল হবে স্বাস্থ্যমন্ত্রক ক্রিমি-জনিত পৈটিক রোগে আক্রান্তের ঘটনা সবথেকে বেশি ভারতবর্ষে। ২০১৪-তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু যে হিসেব করেছিল তাতে দেখা গেছে, ২২ কোটি ভারতীয় শিশু ক্রিমি-জনিত পেটের রোগে ভুগছে।

Posted On: 09 FEB 2017 3:30PM by PIB Kolkata

ক্রিমি-জনিত পৈটিক রোগে আক্রান্তের ঘটনা সবথেকে বেশি ভারতবর্ষে। ২০১৪-তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু যে হিসেব করেছিল তাতে দেখা গেছে, ২২ কোটি ভারতীয় শিশু ক্রিমি-জনিত পেটের রোগে ভুগছে। এদের বয়স ১ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। শিশুরা ক্রিমিতে আক্রান্ত হলে তাদের শারীরিক বিকাশ ব্যহত হয়এবং এর ফলে বিদ্যালয়ে পাঠ এবং পরবর্তী জীবনে জীবিকা-নির্বাহের সময়েও বিপরীত প্রভাব পড়ে। এই প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে এবং বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সময়েই ক্রিমি-বিনাশ কর্মসূচি চালানো হয় এই দেশে এবং সারা বিশ্বেই এই কর্মসূচি- ‘ ডেভেলপমেন্ট বেস্টবাই ’ হিসেবে চিহ্নিত।ক্রিমি সংক্রান্ত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সবথেকে নিরাপদ ওষুধ অ্যালবেনডাজোল ৪০০মিগ্রা ট্যাবলেট।

এই প্রেক্ষিতে শিশুদের স্বাস্থ্যবিকাশে জাতীয় ক্রিমিবিনাশ দিবস বা ‘ ন্যাশনাল ডিওয়ার্মিং ডে ’ প্রত্যেক বছরই পালিত হয়ে থাকে ১০ ফেব্রুয়ারি। আগামীকাল সেই দিনটি। এই বিশেষদিবস উদযাপনের লক্ষ্য হল দেশের যে কোন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের কাছে পৌঁছে গিয়ে তাদের ক্রিমিবিনাশ কর্মসূচির আওতায় আনা। বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়িগুলি হচ্ছে এক্ষেত্রে আদর্শ মঞ্চ যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুদের বিধিবদ্ধভাবে এইকর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এর পাশাপাশি, বিস্তারিত সচেতনামূলক কর্মসূচি এবংসমষ্টি সচেতনতার প্রয়াস দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজনও রয়েছে রাজ্য, জেলা এবং সামাজিক স্তরে এবং প্রবেশ-অসাধ্য দুস্তর প্রান্তরে।

প্রসঙ্গত,আগামীকাল এই বিশেষ দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে ৩৪ কোটি শিশুর কাছে পৌঁছে যাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। আজ এই তথ্য সংবাদমাধ্যমের সামনে পেশ করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব শ্রী সি কে মিশ্র। মোট ৩৪টি জেলার ১ থেকে ১৯ বছর বয়সী ৩৪ কোটি শিশুর কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে মন্ত্রক আগামীকালের পৃথিবীর বৃহত্তম গণস্বাস্থ্য কর্মসূচি দিবসে। স্বাস্থ্য সচিব এওজানিয়েছেন আগামীকাল যে সব শিশুকে ক্রিমি মুক্তির কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে নাতাদের জন্য আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি দিনটিতে এই প্রয়াস পুনরায় চালানো হবে।

উল্লেখ্য, এই বিশেষ দিবসটি মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অন্তর্গত সাক্ষরতা এবং বিদ্যালয়শিক্ষা সংক্রান্ত দপ্তর, মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক এবং পানীয় জল ওস্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রকের যৌথ প্রয়াসে রূপায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে সকল অংশগ্রহণকারীরাই নিবেদিত-প্রাণ। এছাড়া, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী এবং লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদেরএই কর্মসূচিতে সামিল হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ২০১৬-র আগস্টে ২১-টি রাজ্যের ১১.৯ কোটি শিশুকে ক্রিমি মুক্ত করা হয়।২০১৬-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩২টি রাজ্যের ১৭.৯ কোটি শিশুকে ক্রিমিমুক্ত করা হয়। এরআগের বছর অর্থা ৎ ২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে ৮.৯ কোটি শিশুকে ক্রিমি মুক্ত করা হয়।

(Release ID: 1482461) Visitor Counter : 3

Background release reference

শিশুরা ক্রিমিতে আক্রান্ত হলে তাদের শারীরিক বিকাশ ব্যহত হয়এবং এর ফলে বিদ্যালয়ে পাঠ এবং পরবর্তী জীবনে জীবিকা-নির্বাহের সময়েও বিপরীত প্রভাব পড়ে।